চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৭.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলাবদ্ধতা নিরসনে নাছির খাল খনন কাজের উদ্বোধনকালে ডা. শাহাদাত হোসেন
জলাবদ্ধতা নিরসনে নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি আলিফ উদ্দিন রুবেলের ব্যক্তিগত অর্থায়নে চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে টাইগারপাসস্থ নাছির খালের খনন ও পরিচ্ছন্নতা কাজের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে যুবদলের উদ্যোগে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র জলাবদ্ধতা নিরসন, খালের দখলমুক্তকরণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম এবং নাগরিক সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।উদ্বোধনী বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আমার বর্তমান মূল ফোকাস হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা হ্রাস করা, বিশেষ করে নিচু এলাকাগুলোতে। আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জলাবদ্ধতা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে গেছে। এবারের বর্ষায় চট্টগ্রামবাসী আগের বছরের তুলনায় স্বস্তির মুখ দেখেছে। চলমান প্রকল্পগুলো সম্পন্ন হলে আগামী বছর জলাবদ্ধতা নিরসনে আরও বড় পরিবর্তন দেখা যাবে। নাছির খাল পুনঃখননের মতো উদ্যোগগুলোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করে মেয়র বলেন, এই ধরনের উদ্যোগগুলো শুধু উন্নয়ন নয়, বরং নাগরিক সচেতনতার অংশ। চট্টগ্রামকে সত্যিকারের ‘ক্লিন, গ্রীন ও হেলদি সিটি’ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জলাবদ্ধতা নিরসন শুধু সিটি কর্পোরেশনের কাজ নয়, এটি নাগরিক দায়িত্বও বটে।তিনি বলেন, এক সময় চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা ছিল এক অভিশাপ। এখন আমরা প্রায় ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। অবশিষ্ট অংশের সমাধানে খাল খনন, ড্রেন সংস্কার ও সুইস গেট নির্মাণের কাজ চলছে। আগামী বর্ষার আগেই নগরবাসী পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র দেখতে পাবেন।চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও বাসযোগ্য নগরীতে পরিণত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে ক্লিন, গ্রীন, হেলদি ও সেফটি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নগরবাসী, ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও জলাবদ্ধতামুক্ত শহর গড়তে হলে সবাইকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতামূলক হতে হবে। খাল দখল প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, খালের জায়গা দখল হয়ে গেছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে খালের মাঝেই বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে। জনগণের দুর্ভোগ কমানোর স্বার্থে যদি কোনো অবৈধ স্থাপনা থাকে, তা অপসারণ করতে আমরা বাধ্য হবো। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো নাগরিকদের জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করা। নগরবাসীর প্রতি সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, শুধু খাল খনন করলেই জলাবদ্ধতা দূর হবে না। নাগরিকদের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের অনেকের মনের মধ্যে ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার সংস্কৃতি নেই। যত্রতত্র ময়লা, বিশেষ করে পলিথিন ও প্লাস্টিকজাত বর্জ্য খালে ফেলা বন্ধ করতে হবে। এগুলো অপচনশীল, ফলে খালের তলদেশে স্তর জমে পানি প্রবাহ বন্ধ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উপ প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি আবু বক্কর, ইয়াকুব আলী সিফাত, গাজী শওকত, নজরুল ইসলাম, মহানগর যুবদল নেতা মো. জাবেদ, সরকারি আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমুখ।

নির্ভুল পরীক্ষা ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ফুড ল্যাবরেটরিটি পরিদর্শন করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর মুরাদপুরের বিবিরহাট এলাকায় অবস্থিত এই ফুড ল্যাব পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনকালে মেয়র ল্যাবের কার্যক্রম, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা, স্যাম্পল সংরক্ষণ ও পরীক্ষার প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। তিনি ল্যাব কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, মেশিন ব্যবহারের অবস্থা, সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ বিলসহ অন্যান্য পরিচালনাগত বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।পরিদর্শনকালে মেয়র বলেন, এই ল্যাবের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরবাসীর খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এর পূর্ণ সক্ষমতায় ব্যবহার এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ফরমালিনসহ ক্ষতিকর উপাদান শনাক্তে এই ল্যাবে নিয়মিত পরীক্ষা চালু রাখা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ফুড ল্যাব যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে এটি রাজস্ব আয়ের একটি বড় উৎসে পরিণত হবে। এজন্য ল্যাবের সরঞ্জামগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। ল্যাবের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্দেশে মেয়র নির্দেশ দেন, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল ব্যবহারের মেয়াদ যাচাই করতে হবে এবং পুরনো বা মেয়াদোত্তীর্ণ

উপকরণ দ্রুত অপসারণ করতে হবে। তিনি ল্যাবের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও ইনভেন্টরি হালনাগাদ রাখার নির্দেশও দেন। মেয়র আরও জানান, খুব শিগগিরই ফুড ল্যাবটিকে ঢেলে সাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে এবং খাদ্য পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. ইমাম হোসেন রানা, সিনিয়র সহকারী সচিব মো. জিল্লুর রহমান, প্রকৌশলী সাফকাত আমিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আর ইউ চৌধুরী শাহিন, আহবায়ক কমিটির সদস্য এসকান্দর মির্জা, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মন্জুর আলম মন্জু, পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আসলাম, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মুন্সি প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮